জ্বালানি উৎস উদ্ভাবন ও গবেষণা জোরদারের নির্দেশ

জনকণ্ঠ ডেস্ক ॥ জ্বালানির নতুন নতুন উৎস উদ্ভাবন ও গবেষণা কার্যক্রমকে জোরদার করতে বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশনকে (বিইআরসি) নির্দেশ দিয়েছেন রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন। মঙ্গলবার বঙ্গভবনে বিইআরসির বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২৩-২৪ পেশকালে রাষ্ট্রপ্রধান এই নির্দেশনা দেন। খবর বাসসর। রাষ্ট্রপতি সাহাবুদ্দিন বলেন, জ্বালানির নতুন নতুন উৎস উদ্ভাবনে জোর দিতে হবে। এ সময় জ্বালানি খাতের নতুন নতুন উৎস খোঁজার প্রতি গুরুত্বারোপ করে তিনি এ ব্যাপারে বিইআরসিকে গবেষণা কার্যক্রম জোরদার করতে নির্দেশনা দেন। রাষ্ট্রপতি বলেন, জ্বালানি খাত একটি দেশের আর্থ-সামাজিকসহ সার্বিক উন্নয়নে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি অন্যতম একটি গুরুত্বপূর্ণ খাত। দেশের উন্নয়নের কলেবর বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুতের চাহিদাও ক্রমান্বয়ে বাড়ছে। রাষ্ট্রপতি আশা করেন, জ্বালানি খাতে স্থিতিশীলতা ও মূল্য নির্ধারণে বিইআরসি সরকারকে সঠিক ও যুগোপযোগী সুপারিশ ও পরামর্শ দেবে।

কমিশনের চেয়ারম্যান মো. নুরুল আমিনের নেতৃত্বে প্রতিনিধিদলের অন্য সদস্যরা হলেন- ড. মোহাম্মদ ইয়ামিন চৌধুরী, ড. মো. হেলাল উদ্দিন, আবুল খায়ের মো. আমিনুর রহমান এবং বিইআরসি সচিব মো. খলিলুর রহমান খান। কমিশনের চেয়ারম্যান এ সময় বিইআরসির কার্যক্রম রাষ্ট্রপতিকে অবহিত করেন। রাষ্ট্রপ্রধান কমিশনের সার্বিক কার্যক্রমের সন্তোষ প্রকাশ করেন।

রাষ্ট্রপতি কার্যালয়ের সচিব মো. ওয়াহিদুল ইসলাম খান, প্রেস সচিব মো. জয়নাল আবেদীন এবং সামরিক সচিব মেজর জেনারেল এসএম সালাহউদ্দিন ইসলাম এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিনের কাছে মঙ্গলবার বঙ্গভবনে এনার্জি রেগুলেটরি কমিশনের চেয়ারম্যান মো. নূরুল আমিনের নেতৃত্বে প্রতিনিধি দল 'বার্ষিক প্রতিবেদন' হস্তান্তর করে –পিআইডি

SOURCE: **The daily জনকণ্ঠ** on 03/04/2024

ওশেন মেরিটাইম একাডেমির সঙ্গে ইউসিবির চুক্তি

মেরিটাইম শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ওশেন মেরিটাইম একাডেমির সঙ্গে সম্প্রতি চুক্তি স্বাক্ষর করেছে ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক (ইউসিবি)। এর আওতায় টিউশন ফি সংগ্রহ, পে-রোল ব্যাংকিং ও এজেন্ট ব্যাংকিংসহ ব্যাংকিং সেবার বিভিন্ন দিক অন্তর্ভুক্ত। চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ওশেন মেরিটাইম একাডেমির চেয়ারম্যান ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক মারুফ মুহাম্মদ জহিরুল ইসলাম, ইউসিবির হেড অব ট্রানজেকশন ব্যাংকিং সেকান্দার-ই-আজম, হেড অব ব্র্যান্ড মার্কেটিং অ্যান্ড করপোরেট অ্যাফেয়ার্স আবুল কালাম আজাদ প্রমুখ।

SOURCE: **The daily সমকাল** on 03/04/2024

GENOCIDE IN PALESTINE

In Gaza, Palestinians risk death in desperate rush for aid

Strike in Gaza kills 7 aid workers unloading food

CAIRO, April 2 : Omar Deeb was nearly hit by Israeli tank fire while searching for food in Gaza, and then saw people killed around him when he set out once more to feed his family in the besieged enclave.

But like many Gazans who could soon face famine he has no choice but to embark on what he calls "death missions", risking his life to provide for his six children, who live in a school shelter.

"If I go, we eat. And if I don't, we don't eat," Deeb, 37, who lives in Gaza City, told Reuters over the phone.

Securing aid has become a life or death scramble in Gaza during a six-month-old Israeli ground and air campaign that has killed over 32,000 Palestinians and wounding more than 75,000, according to Gaza health authorities.

Israel is carrying out the offensive in retaliation for a Hamas attack on southern Israel on Oct. 7 in which 1,200 people were killed and over 200 people were taken hostage, according to Israeli tallies.

The United Nations has warned of a looming famine and complained of obstacles to getting aid in and distributing it throughout Gaza. The U.S. also says famine is imminent.

Deeb hasn't yet healed from wounds sustained when pieces of a building which were blown apart struck him as he tried grab flour from aid trucks entering northern Gaza.

Deeb also came close to death two other times, he said, first on Feb 29 when the Gaza health ministry said over 100 people were killed by Israeli fire as they ventured to get aid.

Israel said the deaths were caused when people were trampled over or run over by trucks carrying aid.

On March 23, he said Israel opened fire at an aid drop point at Gaza's Kuwait roundabout, where several other people were killed around him, mostly members of the Popular Committees, a body formed of traditional family clans and factions to secure aid convoys.

Meanwhile, a US-based charity said Tuesday it was pausing its Gaza aid operations after seven of its staff were killed in a "targeted Israeli strike" as they unloaded desperately needed food aid delivered by sea from Cyprus.

Monday's deaths came as the Israeli army wrapped up a two-week military operation in and around the Al-Shifa Hospital which reduced the besieged territory's largest medical complex to charred ruins.

"World Central Kitchen is devastated to confirm seven members of our team have been killed in an IDF strike in Gaza," the US-based charity said in a statement.

It said those killed were "from Australia, Poland, United Kingdom, a dual citizen of the US and Canada, and Palestine" and announced that it was "pausing our operations in the region" in response.

The aid group said its team was travelling in a "de-conflicted" area in a convoy of "two armoured cars branded with the WCK logo and a soft skin vehicle" at the time of the strike.

"Despite coordinating movements with the (Israeli army), the convoy was hit as it was leaving the Deir al-Balah warehouse, where the team had unloaded more than 100 tons of humanitarian food aid brought to Gaza on the maritime route," it said.

The aid had reached Gaza earlier Monday aboard a barge and two salvage vessels which made the crossing from Cyprus in the second run for a much discussed maritime aid corridor from the European Union member state.

The Israeli military said it was "conducting a thorough review at the highest levels to understand the circumstances of this tragic incident", adding it had been "working closely with WCK" in the effort to provide aid to Palestinians.

Australian Prime Minister Anthony Albanese confirmed one of the killed aid workers was Australian national Zomi Frankcom. "This is completely unacceptable," Albanese said.

The bodies were taken to a hospital mortuary in the central town of Deir al-Balah, an AFP photographer reported.

One of them was laid on the floor on a makeshift stretcher, still wearing a top clearly emblazoned with the World Central Kitchens name and logo. Three foreign passports lay nearby.

—REUTERS, AFP

SOURCE: **The daily FINANCIAL EXPRESS** on 03/04/2024

Compiled by: AKM Habibur Rahman (Sr. Cataloguer)
Copy to:
1) PS to the Vice-Chancellor for kind information of the Vice-Chancellor.
2) Preserve, Library Archive Section.